

নর্মদা পরক্ৰিমাৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থ

নর্মদা পরক্ৰিমাৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থ--

“হে তীৰ্থযাত্ৰী গন , নর্মদা পরক্ৰিমা কেবল নদীকে ঘূৰে দেখো নয।
এ হল মাতৃশক্তির সজীব দেহকে স্পর্শ করে
আত্মাকে শুদ্ধ করার এক নীরব উপাসনা।”

১. নর্মদা □ চলমান ব্রহ্মশক্তি।

“গঙ্গা জ্ঞানময়ী, যমুনা ভক্তিময়ী, কিন্তু নর্মদা তপোময়ী।
তাঁর জলরে শব্দে ঋষিদের ধ্যান আজও প্রবাহিত।
এই তপোরূপী শক্তিকে ঘিরেই পরক্ৰিমা□
অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিকে বৃত্তাকারে সম্মান জানানো।”

২. পরক্ৰিমা মানতে মায়েৰে চাৰদিকে আত্মাৰ পদস্পর্শ

“নর্মদা হল মা। সাধক যখন তাঁর বাঁ-দিক ধরে যাত্রা শুরু করে
এবং ডান-দিক দিয়ে ফিরে আসে□
তখন সে আদতে নিজের জীবনচক্রকেই পূর্ণ করে।
এটি জন্ম থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে পুনর্জন্ম□
এই চক্রেই আধ্যাত্মিক প্রতরুপ।”

৩. নর্মদার তীরে পদে পদে অহং ক্ষয় হয়.

“নর্মদা পরক্ৰিমায. যাত্রা কঠিন, পথ অনিশ্চিত, বশিৰাম কম।
এই কষ্টই সাধককে শেখায়.□
‘আমি কিছুই নই, সবই তাঁর করুণা।’
অহংকার ভেঙে গেলে আত্মা মায়েৰে তীরে জলবিন্দুর মতো শান্ত হয়।”

৪. পরক্ৰিমা পথে প্রতটি পদক্ষেপে এক একটি উপদেশ

“পাথরে পা ব্যথা পায়□ তখন শেখায়. ধৈর্য।
রোদে পথ শুকায়.□ শেখায়. দৃঢ়তা।
রাত্রে অন্ধকার□ শেখায়. আস্থা।
নদী পারাপারে ভয়.□ শেখায়. সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।
নর্মদার তীরে প্রকৃতিও যেন গুরু হয়ে ওঠেন।”

৫. নর্মদা পরক্ৰিমা□ ‘অচিন্ত্য শক্তির সঙ্গে চুক্তি’

“নৰ্মদা বলৈ

‘যদি তোমার ভিত্তিৰ সত্য থাকে, আমি তোমাকে পথ দেখোব।’

পরিক্রমা করতে গিয়ে মানুষের খাদ্য, ঘুম, আশ্রয়।

সবই অনশ্চিতি।

কিন্তু তাঁকে রক্ষা করেন মাযের অদৃশ্য হাত।

এই অদৃশ্য সহায়তাই তপস্যার পরম ফল।”

৬. পরিক্রমার বৃত্তরে পূর্ণতা মানতে অন্তররে পূর্ণতা

“যদেনি সাধক নিজের পদে পদে নৰ্মদাকে প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসে,

সদেনি তার অন্তরও এক সম্পূর্ণ বৃত্ত রচিতি হয়।

তাঁর ভেতরেরে ছিন্ন-বচ্ছিন্নতা একাকার হয়ে

শান্তি, এক পূর্ণ বৃত্তে পরিণত হয়।”

৭. নৰ্মদা পরিক্রমার গুপ্ত উপদেশ

“ নৰ্মদা পরিক্রমা আসলে তিনটি পরিক্রমা

1) বাহ্যিকি: নদীর চারদিকে।

2) অন্তর: নিজের কলুষতার চারদিকে প্রক্ষালন।

3) ঈশ্বরীয়: দেবী শক্তির চারদিকে পরম আত্মসমর্পণ।

এ তিনটি পূর্ণ হলে তবেই সত্য পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়।”

□নৰ্মদে হর□